POLITICAL SCIENCE. SEMESTER-II , DSC & GE.

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতে উল্লেখিত সমাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র শব্দটির তাৎপর্য।

সমাজতন্ত্র

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের জাতি গঠনের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সম্প্রসারণ দরকার ছিল। সেই কারণে সংবিধানে যে লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছিল তা হলো 'জনকল্যাণকর রাষ্ট্র'- এর পরিপূরক লক্ষ্য 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মূল সংবিধানে উল্লেখিত না হলেও 1976 সালের সংবিধানের 42 তম সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে স্থান দেয়া হয়েছে। অবশ্য কি ধরনের সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়নি।

সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায় উৎপাদনের উপাদান গুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের সকল রকম প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে তার সদ্ব্যবহার অধ্যাপক G.D.H.COLE সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন যেখানে শ্রেণীবিভাগ থাকে না, মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকেনা, যেখানে উৎপাদনের উপাদান গুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকেনা এবং যেখানে প্রত্যেকে তার সাধ্যমত সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করে।

উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে উপরিউক্ত অর্থে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কে সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত করা হয়েছে , তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কে মৌলিক অধিকার থেকে বিলোপ সাধন করে তাকে সাধারণ অধিকার (300/ক)(44 তম সংবিধান সংশোধন 1978) আবার বেশ কিছু সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক নীতি কে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এখানে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়নি ও ফলে শ্রেণি- বিরোধ ও শ্রেণী-শোষণ অব্যাহত রয়েছে ভারতের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে মূলত 20 টির মতো বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এজন্য A.R. DESAI ভারতীয় সংবিধান কে সমাজতান্ত্রিক না বলে বুর্জোয়া চরিত্র সম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবার কারো কারো মতে ভারতে যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে সেটি প্রকৃতপক্ষে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রেণিসংগ্রাম তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনে আস্থাশীল নন। তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী । ভূতপূর্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ভারতীয় সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র নয়, এরূপ সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন বিশ্বাস করে না। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাকে অটুট রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাধারণতন্ত্র

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সাধারণতন্ত্র' বা 'প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে নয় , নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। দ্বিতীয়তঃ সাধারণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং দেশের যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত থাকে। তৃতীয়তঃ সাধারণতন্ত্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো কল্যাণ সাধন।

এই তিনটি দিক থেকে ভারতবর্ষকে যথার্থ সাধারণতন্ত্র বলা যায়, কারণ প্রথমতঃ ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ইংল্যান্ডের রানীর বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী শাসক নন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। তৃতীয়তঃ জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

তবে ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে-এর সদস্য পদ গ্রহণ করার ফলে ভারতের সাধারণতন্ত্র চরিত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন। তবে এই ধরনের বক্তব্যের কোন সার বক্তা নেই, কারণ কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছামূলক। তাছাড়া এই সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের রাজা রানীর কাছে আনুগত্য দেখাতে হয়না। সর্বশেষে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যদি ভারতের সাধারণতান্ত্রিক চরিত্র ক্ষুন্ন না হয়, তাহলে কমনওয়েলথ-এর সদস্যভুক্ত হওয়া ও তার সাধারণতান্ত্রিক চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।